بسم الله الرحمن الرحيم

তোমাদের আপনজন ব্যাতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরুপে গ্রহন করো না।

নিশ্চয়ই মুসলিম জামাতের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ ও পারস্পরিক শত্রুতা- বিদ্বেষ সৃষ্টির অন্যতম বড় কারণ হলো- মুমিনদেরকে ছাড়া কাফেরদেরকে (প্রকাশ্যে বা গোপনে) বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা, সরকারী ও বেসরকারী কার্যাবলিতে বিশ্বাসঘাতক ও খিয়ানতকারীদেরকে উপদেষ্টা বানানো, আর মুসলিমদের একান্ত বিষয়াবলিতে ঠকবাজ ও প্রতারকদেরকে বিশ্বস্ততার আসনে বসানো ও মুসলিমদের দুর্বল জায়গাগুলো তাদেরকে অবহিত করা।

এর ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বহুলোক আজ শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে ভন্ড আলেম ও ফেতনাবাজ বক্তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদেরকে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন মনে করে, তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে ও মাসাআলা-মাসায়েলের জন্য তাদের শরণাপন্ন হয় এবং মুসলিমদের গোপন বিষয়সমূহ তাদেরকে জানিয়ে দেয়।

উলামায়ে সু তথা, ভন্ড আলেম ও ফেতনাবাজ বক্তা বলতে আমরা শুধু তাগুত শাসকদের পোষা ও তাগুতের বেতনভুক্ত আলেমদেরকে সীমাবদ্ধ করছি না। বরং এধরণের সকল লোকদের কথাই বলছি, যারা (যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের চ্যানেল ও একাউন্টসমূহে কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে) নিজেদেরকে আলেম বলে দাবী করে ও আলেমের বেশে কথা বলে, অথচ তারা নিজেরা গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে আর অন্যদেরকেও গোমরাহ করছে, আল্লাহর আয়াতসমূকে বিকৃত অর্থে উপস্থাপন করছে এবং মানুষকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করছে। চাই তারা বুঝেশুনে এ কাজ করুক বা না বুঝে করুক।

লোকেরা যাদের প্রতি সুধারণা রাখে, এমনকি যাদেরকে “দ্বীনের ইমাম” বা “মুজাহিদদের ইমাম” সাব্যস্ত করে তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা শির্কে আকবরের বৈধতা দেয়! তারা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের আহ্বান জানায়, এবং মানবরচিত বিধান সংবলিত কুফরি সংবিধানের সাথে সহমত পোষণ করে! আর তাগুতকে আল্লাহর শরীক বানানো ও তাগুতের আইনে বিচার চাওয়ার আহ্বান জানায়। তাদের কেউ কেউ তাগুতের বাহিনী ও তাদের কুফরি সংস্থাগুলোতে চাকরি করার বৈধতা দেয়। এই সকল ভন্ড আলেমদের সকলেরই জানা আছে যে, দাওলাতুল ইসলাম তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করে এবং যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শির্কে লিপ্ত হয় তাদেরকেও তাকফীর করে। আর এজন্যই তারা দাওলাতুল ইসলামের সাথে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে শত্রুতা-বিদ্বেষ পোষণ করে, এবং দাওলাতুল ইসলামের উপর অতিরক্ত বাড়াবাড়ি ও খারেজিপনার অপবাদ দিয়ে নিজেদের কুফর ও শিরকের বৈধতা প্রমাণের প্রয়াস চালায়।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুরতাদ সাহওয়াতদের ভালোবাসায় বুঁদ হয়ে আছে, তারা প্রকাশ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করে, দ্বীন কায়েমে বাধাদানকারী দলের পক্ষ-সমর্থন করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম ও শরীয়তকে রহিত করার পক্ষে ওজর ও কৈফিয়ত তালাশ করে। তারা একদিকে মুয়াহহীদ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোকদেরকে প্ররোচিত করে, অপরদিকে কাফের-মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্য হতাশাব্যঞ্জক কথা বলে এবং অনুৎসাহিত করে। যারা কাফেরদের সাথে এমন ‘ওয়ালা’ ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে তারা তো ওদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যালিমদের হেদায়েত দান করেন না।

বিভিন্ন সময় দেখা যায়, এরা মুসলিমদের আনন্দে ব্যথিত হয় আর যখন মুসলিমদের দুর্দশা দেখে, তখন আনন্দ উৎফুল্লে মেতে উঠে। তারা একদিকে নিজেদেরকে মুসলিমদের কল্যাণকামী বলে দাবী করে, মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানির জন্য গাইরত প্রদর্শন করে; অপরদিকে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করার মতো কোন সুযোগ তারা হাতছাড়া করে না এবং মুসলিমদের প্রতিরক্ষাকারী মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানি দেয়।

তারপরও আপনি দেখবেন কিছু নির্বোধ ও বোকার দল তাদের কাছে গিয়ে ফতওয়া জিজ্ঞেস করে। মুসলিমদের সমস্যার সমাধান চায়, কিভাবে জিহাদ করবে, মুজাহিদগণের করণীয় কি, ইত্যাদি বিষয় জানতে চায়! অথবা এই লোকগুলোর কাছে মুসলিমদের দুর্বলতা ও গোপনীয়তা প্রকাশ করে জুলুম-অত্যাচারের পথ খোলে দেয়! কিংবা মুসলিমদের দুঃখ দুর্দশার করুণ অবস্থা তাদের সামনে তুলে ধরে যেন তারা আনন্দ-আহ্লাদ করতে পারে, দাওলাতুল ইসলামকে অভিযুক্ত করে এর মানহাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে এবং সর্বোপরি তাদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে শক্তিশালী করার জন্য তারা যেন আরো কিছু দলীল দেখাতে পারে।

আমাদের সাথে থেকেও এই ধরণের আচরণ যারা দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকের শেষ পরিণতি আমরা দেখেছি। তারা স্বশরীরে আমাদের সাথে ছিলো, কিন্তু তাদের আকল, বিবেক ও রূহ ছিলো অন্যত্রে। তাদের অন্তকরণ ছিলো বিক্ষিপ্ত; একদিকে তারা স্ব-চোক্ষে কল্যাণ দেখছে, আরেকদিকে ফেতনাবাজ আলেমরা তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। অতঃপর তাদের কাউকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন ও দ্বীনের পথে অটল ও অবিচল রেখেছেন; আর কাউকে পথভ্রষ্ট ও ফেতনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করেছেন। অতঃপর তারা মুর্তাদদের সারিতে গিয়ে যোগ দিয়েছে, তাদের কাছে ছুটে গেছে হেদায়েতের অন্বেষণে! আল্লাহ তাদের অন্তর্দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন, ফলে তারা বুঝে না কোনটা হেদায়েত আর কোনটা গোমরাহি।

কাজেই একজন মুসলিমের অবশ্যই দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। তার জানা উচিত কার কাছে প্রশ্ন করবে আর কার কাছে ফতুয়া চাইবে। মুসলিমদের গোপনীয়তাসমূহ আমানত রাখবে, ইমামের অনুমতির বাইরে কারো সামনে তা প্রকাশ করবে না। ফেতনাবাজ আলেম ও ভন্ড দাঈদের থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তার পক্ষ থেকে যেন ইসলামের কোন ক্ষতি না হয়; মুমিনদের কাছে যেন সে অভিযুক্ত না হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (*) هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (*) إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

«হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত (কাফেরদের) কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। যাতে তোমরা বিপন্ন হও, তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং যা তাদের অন্তর গোপন রাখে, তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর। ভেবে দেখ! তোমরা (বন্ধু ভেবে) তাদেরকে ভালবাস; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর, (কিন্তু তারা তোমাদের কিতাবে বিশ্বাস করে না) এবং যখন তারা তোমাদের সাক্ষাতে আসে, তখন তারা বলে, ‘আমরা বিশ্বাস করি।’ কিন্তু যখন তারা একা হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুল দাঁতে কাটে। বল, তোমরা তোমাদের ক্রোধে জ্ব বলে-পুড়ে মর। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে সম্মুখ অবগত। যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খুশি হয়। যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহর জ্ঞানের আয়ত্তে রয়েছে» [সূরা আলে ইমরান : ১১৮ - ১২০]